(৪০)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের ধর্মঘট

অচল শাবিতে শিক্ষক সংঘাতে আশঙ্কা : ছাত্রদের মধ্যে হতাশ

শাবি সংবাদদাতা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। ভিসি ইস্যুকে নিয়ে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে এবার শিক্ষক-শিক্ষক সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। গতকাল (সোমবার) প্রগতিশীল ও বিএনপি-জামায়াত পন্থী শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করেছেন। 'ভিসি হঠাও শাবি বাঁচাও' এ আহবানকে সামনে রেখে প্রগতিশীল ধারার

অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করেছে অপরদিকে 'তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভি অপসারণের অপসংস্কৃতিকে না বলুন' আহবানকে সামনে রেখে বিএনপি-জামায় পন্থী শিক্ষকরা একইস্থানে দুপুর ১২টা থে ঘণ্টাব্যাপী পাল্টা অবস্থান ধর্মঘট কর্ম পালন করেছেন। এসময় উভয় পক্ষের ম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে উত্তপ্ত বা বিনিময় হয়েছে বলে জানা গেছে। বিএন জামায়াত পন্থী শিক্ষকরা ঘোষণা করে একইস্থানে আজ থেকে তারা লাগাত

অচল শাবিতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করবেন এদিকে প্রগতিশীল শিক্ষকরাও তাদের পূর্ব নির্ধারিত লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রাখবে বলেও জানিয়েছেন। এ অবস্থায় উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি অবস্থানের মুখে শিক্ষক-শিক্ষক সংঘাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে শাবি সচলে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। গত রবিবার শিক্ষামন্ত্রী ও মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যান সিলেটে আসলেও শাবির অচলাবস্থা নিরসনে কোন আলোচনায় না বসায় ফুঁসে উঠেছে শিক্ষার্থীরা। আজ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অবরোধ করে শিক্ষকদের প্রবেশ রোধ করবে বলে জানা গেছে।

এদিকে শাবির সহায়ক কর্মচারী ইউনিয়ন-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকে গতকাল গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলে শাবির চলমান পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানা যায়, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভিসির দুর্নীতির সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর কর্মচারীর ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটির ১৩ জন সদস্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেছিলেন। এ অবস্থায় কার্যকরি কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং গত রবিবার জরুরী সভা করে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কার করা হয়।